



4635 - বমিন আরোহী কখন ইহরাম বাঁধবে?

প্রশ্ন

আমি এ বছর হজ্জ আদায় করতে চাই। রিয়াদ থেকে জদ্দাতে বমিনযোগে যতে চাই। ঠিক কোনস্থানে আমি ইহরাম বাঁধব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

উল্লেখিত অবস্থায় আপনার মীকাত হবে 'ক্বারনুল মানাযলি' বর্তমানে এটাকে 'আস-সাইলুল কাবরি' বলা হয়। হজ্জপালনচ্ছে ব্যক্তি যি মীকাতের উপর দিয়ে পথ অতিক্রম করবে সে মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা ওয়াজবি। যদি সে ব্যক্তি তার নিজের মীকাত অতিক্রম না করে তাহলে সে যখন তার মীকাতের সমান্তরালে পৌঁছবে সটো স্থলপথে হোক, জলপথে হোক কথিবা আকাশপথে হোক তাহলে সে স্থান থেকে ইহরাম বাঁধা তার উপর ওয়াজবি। অতএব, আপনার উপর ওয়াজবি হচ্ছ- বমিন মীকাতের সমান্তরালে পৌঁছলে আপনি সেখান থেকে ইহরাম বাঁধবেন। বমিন যহেতু মীকাতের উপর দিয়ে খুব দ্রুত উড়ে যাবে তাই সতর্কতামূলক মীকাতের আগে থেকে ইহরাম বাঁধতে বাধা নই।

শাইখ বনি জবিরীন (রহঃ) বলেন:

যে ব্যক্তির পথে কোন মীকাত পড়বে না সে ব্যক্তি নিকটতম মীকাতের সমান্তরাল দিয়ে অতিক্রম করার সময় সেখান থেকে ইহরাম বাঁধবে সটো স্থলপথে হোক, জলপথে হোক, কথিবা আকাশপথে হোক। বমিনের যাত্রী মীকাত বরাবর এলে ইহরাম বাঁধবেন। সতর্কতামূলক মীকাতের আগেই ইহরাম বাঁধতে পারেন; যাত করে ইহরাম বাঁধার আগে মীকাত পার হয়ে না যায়। যে ব্যক্তি মীকাত পার হয়ে যাওয়ার পর ইহরাম বাঁধবে তাকে একটাদিম দিতে হবে। আল্লাহই ভাল জানেন। [সমাপ্ত]

[ফাতাওয়া ইসলামিয়া (২/১৯৮)]

স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্র এসছে-

জদ্দা হজ্জ কথিবা উমরার মীকাত নয়। তবে, জদ্দার অধিবাসী ও জদ্দাতে প্রবাসীরা জদ্দা থেকে ইহরাম করবেন। তা ছাড়া যে ব্যক্তি কোন প্রয়োজনে জদ্দা গিয়েছেন; যাওয়ার সময় হজ্জ বা উমরা পালনরে সুদৃ ইচ্ছা ছিল না, পরবর্তীতে তার ইচ্ছা জগেছে সে ব্যক্তিও জদ্দা থেকে ইহরাম বাঁধবেন। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তির মীকাত জদ্দার আগে সে ব্যক্তি তার মীকাত থেকে কথিবা তার মীকাতের স্থল, জল বা আকাশপথের সমান্তরাল থেকে ইহরাম বাঁধবেন। যমেন- মদনি ও



মদনীর পছিনে বসবাসকারী কথিবা স্থল বা আকাশ পথে একই সমান্তরাল দিয়ে আগমনকারীদের মীকাত যুলহুলাইফা, যমেন-জুহফাবাসীদের মীকাত হচ্ছ জুহফা এবং যারা স্থল-জল-আকাশ পথে জুহফার সমান্তরাল দিয়ে অতিক্রম করবনে তাদের মীকাতও জুহফা, যমেন- ইয়ালামলামবাসী, ইয়ালামলাম অতিক্রমকারী ও একই সমান্তরাল দিয়ে গমনকারীদের মীকাত ইয়ালামলাম।[সমাপ্ত, ফতোয়াবিশয়ক স্থায়ীকমটির ফতোয়াসমগ্র (১১/১৩০)]

মীকাতের সমান্তরাল স্থান থেকে ইহরাম বাঁধার দলিল হচ্ছ- সহি বুখারীতে বর্ণিত ইবনে উমর (রাঃ) এর বর্ণনা তিনি বলেন: যখন এ দুটি শহর (কুফা ও বসরা) বজিয় হল এর অধিবাসীরা উমর (রাঃ) এর কাছে এসে বললেন: হে আমীরুল মুমিনীন! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নজদবাসীদের মীকাত নির্ধারণ করছেন 'ক্বারন'। কিন্তু, 'ক্বারন' আমাদের পথে পড়ে না; ক্বারনে যেতে আমাদের কষ্ট হয়। তখন তিনি বললেন: তোমরা তোমাদের পথে ক্বারনের বরাবরে পড়ে এমন কোন স্থান ঠিকি কর। এভাবে তিনি তাদের জন্য 'যাতু ক্বারন' নামক স্থান মীকাত হিসেবে নির্ধারণ করলেন।

হাফযে ইবনে হাজার 'ফাতহুল বারী' (৩/৩৮৯) গ্রন্থে বলেন:

“তোমরা ক্বারনের বরাবরে পড়ে এমন কোন স্থান ঠিকি কর” অর্থাৎ তোমরা যে ভূমি দিয়ে আগমন কর সে রাস্তার উপর মীকাতের বরাবর কোন স্থান ঠিকি করে সেটাকে মীকাত হিসেবে নির্ধারণ কর।[সমাপ্ত]

জ্ঞাতব্য, মীকাতের আগে ইহরাম বাঁধা নবীজরি আদর্শ নয়। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে করেননি। সর্বোত্তম আদর্শ হচ্ছ- নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ। তবে, কটে যদি বিমিনের আরোহী হয় এবং তার পক্ষে মীকাতের সমান্তরাল স্থানে যাত্রা বরিতকরা সম্ভবপর না হয়; সেক্ষেত্রে সে ব্যক্তি সতর্কতামূলক তার প্রবল ধারণা অনুযায়ী এমন স্থান থেকে ইহরাম বাঁধবনে যাতা করে তিনি ইহরাম বাঁধা অবস্থায় মীকাত অতিক্রম করতে পারেন।

হাফযে ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যারা হজ্জ করছেন তাদের কটে যুলহুলাইফার আগে ইহরাম বঁধেছেন মর্মে জানা যায় না। যদি মীকাত সূনরিদষ্টি না হত তাহলে তারা আগাই ইহরাম বঁধে ফলেতেন। যহেতু আগে থেকে ইহরাম বাঁধলে কষ্ট বেশি, এতে সওয়াবও বেশি।[ফাতহুল বারী (৩/৩৮৭)]

আল্লাহই ভাল জানেন।